International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 12-19
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.175

ফ্যাসিবাদ ও বিশ্ব: ভারতের প্রেক্ষিতে আলোচনা

বিশ্বজিৎ দাস

অতিথি শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 11.01.2026; Accepted: 16.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the 1920s and 1930s, alongside the dominant political ideologies of liberalism and socialism, a third ideology – fascism was emerged. This ideology, which fundamentally opposed to individual freedom and democratic values, fascism generated deep anxiety among supporters of democracy worldwide. Although fascist ideas influenced several countries across the world, their most profound impact was seen in Italy and Germany. Under the leadership of Benito Mussolini and Adolf Hitler, fascism in these nations introduced new concepts and terminology into modern political discourse. India, widely regarded as a democratic nation, has also exhibited certain fascist tendencies at various moments in its contemporary history, most notably during the Emergency imposed under Indira Gandhi's leadership. This discussion further examines the impact of fascism on India, highlighting the early resistance it faced from Indian political leaders, while also exploring the contemporary manifestations of fascism in global politics.

Key word: Liberalism, Socialism, Fascism, Emergency, Global Politics

ভূমিকা:

ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী সন্ত্রাস, দমনপীড়ন, অসহনশীলতা ও একনায়কতন্ত্রের এক রুপ ফ্যাসিবাদ বিশ্ব ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ফ্যাসিবাদ যে চেহারা নিয়ে জনগণের কাছে নিজেকে উত্থাপিত করেছে তার সকল গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে বিচলিত করে তুলেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় ইতালি, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশে যে ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা দেখে একে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদী বলে অভিহিত করা হয়। তবে সব জায়গা ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার চরিত্র এক নয়, মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতে এবং হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ যেভাবে ক্ষমতায় এসেছিল গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া কিংবা ল্যাটিন আমেরিকাতে ফ্যাসিবাদ সেভাবে ক্ষমতায় আসেনি। মুসোলিনি ও হিটলার সমাজের এক বড় অংশের জনগণের সমর্থন ও সম্মতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তারা যে শুধু দমনপীড়ন করেছিল তা নয়, তাদের উত্থানের পিছনে জনগণের সম্মতি ও ছিল। তবে ফ্যাসিবাদ যেমন একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা তেমনি সব স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদ নয়। আবার সব ফ্যাসিবাদের চরিত স্বৈরাচারী নাও হতে পারে। তবে ফ্যাসিবাদ একটি বোধ, মানসিকতা এক অর্থে হিংসা, অসহিষ্ণুতা ভাবনাকে বৈধতা ও মান্যতা দেওয়ার দর্শন। যার জন্য প্রয়োজন একটি মতাদর্শের, যে মতাদর্শ জনগণকে বিনা প্রশ্নে হুকুম মেনে নেওয়ার কথা বলে। অর্থাৎ জার্মানি

ও ইতালির ফ্যাসিবাদ হল সন্ত্রাস ও সম্মতির এক মিশেল যাকে সমাজের এক বিপুল অংশের জনগণ সমর্থন করেছিল।

ফ্যাসিবাদ ও বিশ্ব:

বিংশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে কেন ফ্যাসিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে পারল তা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে কমিউনিষ্টরা সবচেয়ে বেশি এই নিয়ে আলোচনা করেছে। কমিউনিষ্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মূল বিষয় ছিল ফ্যাসিবাদ। গেওরগি দিমিত্রভের মতে ফ্যাসিবাদ হল ফিনান্স পুঁজির এক চূড়ান্ত রূপ। যার উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের সংকট থেকে পরিত্রাণের এক মরিয়া চেষ্টা। অর্থাৎ দিমিত্রভে ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ হিসেবে অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের তাত্ত্বিকরা ফ্যাসিবাদ এর উত্থানের পিছনে সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন। উইলিয়াম রিচ (Wilhelm Reich) তার 'The Mass Psychology of Fascism' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের পেছনে হিটলার দায়ী নয়। জার্মানির সমাজে রক্ষণশীল পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এর জন্য দায়ী, কারণ এই সময় জার্মানির সমাজ কাঠামোতে অন্যকে শাসন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার বাসনা দেখা যায়। আবার ক্লারা ৎসেটকিন মতে, যুদ্ধত্তোর জার্মানিতে যে প্রবল নিরাপত্তার অভাব, দুর্বল রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক অবক্ষয় বিশিষ্টতা করেছিল তার সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে[১]। গ্রামশির মতে, ফ্যাসিবাদ কোন জনবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নয়। জনগণের সম্মতি হল এর মূল ভিত্তি, তাই একে সরাতে গেলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে এক বিকল্প সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে ।

১৯২০-৩০ দশকে গড়ে ওঠা একদিকে উদারনীতিবাদ ও অপরদিকে বলশেভিক মতাদর্শ এই দুই রাজনৈতিক আদর্শের তৃতীয় বিকল্প ফ্যাসিবাদ নিয়ে মুসোলিনি তের দফার সূত্রের কথা বলেছেন। যার মূল কথা ছিল ফ্যাসিবাদ বৈধ্যতা দেয় এক বিকল্প সংস্কৃতি ও এক বিকল্প আধুনিকতার ভাবনাকে যা জীবনকে দেখে নিরবিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রবাহের প্রক্রিয়া হিসেবে[২]। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী এই মতাদর্শকে কেন ইতালি ও জার্মানির সাধারণ মানুষ সমর্থন করল তা বুঝতে হলে ওই সময়ের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমায় ইতালির গোটা সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল এমন এক শাসনব্যবস্থার যা ইতালিকে পুনর্জীবিত করবে। অন্যদিকে জার্মানির পরিস্থিতি আরো খারাপ ছিল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি জার্মানিকে চূড়ান্ত অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়। আর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে হিটলার তৈরি করলেন এক কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার, যা নাকি জার্মানির পুনরুদ্ধারের সাহায্য করবে। আর এর থেকে মুসোলিনি ও হিটলার তৈরি করলেন এক উগ্র-জাতীয়তাবাদের ধারণা যার মূলকথা 'অপরায়নের তত্ত্ব'। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কেন উদারনীতিবাদের বিকল্প শাসন ব্যবস্থা কমিউনিজম হল।

ফ্যাসিবাদ শব্দটি এসেছে 'Fascio' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল Bundle বা Brotherhood[৩]। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব মুসোলিনির হাত ধরে, যিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন ইতালি সোসালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে। কিন্তু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধে ইতালির অংশগ্রহণ দাবি তুলে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীকালে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে উগ্র-জতীয়তাবাদের জিগির তুলে বলেন 'হয় আমরা বিশ্ব যুদ্ধে যোগ দিই নয়তো মহাশক্তি হয়ে ওঠার

[১] Griffin Roger(ed.), Fascism, Oxford University Press, New Work, 1995, P-236

[২] Griffin Roger, Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, Palgrave Macmillan, New Work, 2008, P-147

[৩] Heywood Andrew, Political Ideologies an Introduction, Palgrave Macmillan, UK, 2017, P-269

আশা পরিত্যাগ করি'[৪]। কারণ বিশ্বযুদ্ধ ইতালিতে বিপ্লব নিয়ে আসবে ও ইতালির মৃতপ্রায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বদল ঘটাতে পারবে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯১৯-শের মার্চ মাসে ফ্যাসিও দি কমবাত্তিমেন্তো নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন মুসোলিনি। প্রথমদিকে এই সংগঠনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও পরবর্তীকালে ১৯২১-২২ সালে ইতালির গ্রাম অঞ্চলে ফ্যাসিবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসের National fascist Party প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ এর অক্টোবরে কালো কুর্তা বাহিনীকে নিয়ে মুসোলিনি রোম দখলের হুমকি দেন, যা 'মার্চ টু রোম' নামে পরিচিত। অল্প সময়ের মধ্যে মুসোলিনি এত জনপ্রিয় ওঠে যে রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল তার সঙ্গে জোট সরকার গঠন করতে বাধ্য হয় এবং ৩১ অক্টোবর ১৯২২ ইতালির ইতিহাসে মুসোলিনি কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হন। অন্যদিকে জার্মানিতেও আস্তে আস্তে নাৎসিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথমে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি গড়ে উঠে, যা পরবর্তীকালে ১৯২০ সালের নাম পাল্টে হয় National Socialist German Workers Party বা নাৎসি পার্টি। যার মূল নেতা হিটলার যিনি প্রথমে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলেও পরে নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্ব দেন। ১৯২৯-এর মহামন্দা পরবর্তীকালে বিধ্বস্ত জার্মানিতে নাৎসি পার্টি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অল্প দিনের মধ্যে সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

আর্নস্ট নোলটে ফ্যাসিবাদ-এর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন,যথা- মার্কসবাদ বিরোধিতা, উদারনীতিবাদ বিরোধিতা, রক্ষণশীলতাবাদ বিরোধিতা, নেতৃত্ব নীতি, পার্টির সৈন্যবাহিনী এবং সর্বময় রাষ্ট্রবাদ[৫]। আবার রজার গ্রিফিন ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন A Palingenetic form of Ultranationalism হিসাবে। তবে ফ্যাসিবাদকে যদি বুঝতে হয় তাহলে তাকে কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে দেখলে হবে না, ফ্যাসিবাদ নিঃসন্দেহে এক উগ্র জাতীয়তাবাদ যে মনে করে নেশন এক ধরনের জনগোষ্ঠী যেখানে জনসমাজের সবার প্রবেশ অধিকার নেই। যেমন ইতালির ফ্যাসিবাদ প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গরিমা পুনর্জাগরণ করতো। অন্যদিকে নাৎসি জার্মানির জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল 'Race Theory'। যা জার্মানিতে বসবাসকারী সমস্ত জনগণকে জার্মান নেশনের অন্তর্ভুক্ত করেনি সেখানে কেবল জার্মান জাতি বা নর্ডিক অধিকার ছিল। এই জাতির অবক্ষয়ের জন্য তিনি হীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্তের মিশ্রণকে দায়ী করেছেন। তাই তিনি বিভিন্ন অনার্য জাতিগুলোকে জার্মানি থেকে বহিষ্কারের কথা বলেন। অর্থাৎ ইতালিতে আমরা নেশন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও জার্মানিতে Race ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেখতে পাই। এই ফ্যাসিবাদ বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ যে মুক্ত সংবাদমাধ্যম তারও বিরোধিতা করে। তবে ফ্যাসিবাদ দাঁড়িয়ে থাকে নিচ থেকে সংগঠিত গণসমাবেশের উপর। আর এই গণসমাবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল Street Violence, Paramilitary Group। যেমন ইতালিতে Black Shirt Group জার্মানিতে Sturm Abteilung Group। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রিচার্ড ইভান্স লিখেছেন যে বিশেষ উর্দি পরিহিত মানুষের দল রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর শারীরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে প্রথম বিশবযুদ্ধত্তোর জার্মানির এ হলো অতি পরিচিত দৃশ্য। ফ্যাসিবাদ যে কেবল সন্ত্রাস চালিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা নয় তৈরি করেছিল এমন এক সংস্কৃতির যার উপর ভিত্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করেছিল। আর এই সংস্কৃতি তৈরি করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন সিনেমা, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। যে সমস্ত সংস্কৃতি তাদের বিরোধী সেগুলিকে ধবংস করে দেয়। তবে প্রশ্ন ওঠে কেন ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল কোন পরিস্থিতিতে মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। যে সমস্ত দেশে পুরানো রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকারিতা ও জনসম্মতি হারিয়েছিল, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিক সমাজে

[৪] Grant Alexander J. De, Fascist Italy and Nazi Germany, Routledge, New Work, 2004, P-35-78

[৫] রাজকুমার চক্রবর্তী, ফ্যাসিবাদের উত্থানঃ ইতালি ও জার্মানি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ২০২৩, পৃ-২৫-৪২

গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল সেখানে কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছিল। আর এর জন্য অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করেছ বলেছেন ফ্যাসিবাদ অনেক অংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সন্তান[৬]।

উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে ঐক্যবদ্ধ ইতালির উন্মেষ ঘটলেও নতুন ইতালি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি, ফলে জনসম্মতি একটা অভাব লক্ষ্য করা যায় আর এই সংকট আরো বাড়িয়ে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন, ইতালিকে বাঁচাও ইতালি তোমার' এই স্লোগান দেওয়া হয়। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালির সাধারণ মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যা পরবর্তীকালে রাজনীতির এক নতুন পরিভাষা নিয়ে আসে। শহরে যোদ্ধার সঙ্গে কৃষক যোদ্ধার যখন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তখন থেকে তারা রাজনৈতিক সচেতন হয়। যা পরবর্তীকালে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ, বিপ্লবী শ্রেনী সংগ্রাম, হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি গড়ে তোলে, যে রাজনীতি গতানুগতিক যুক্তি আশ্রয় রাজনীতিকে ছুটি করে দিয়ে এক ধরনের ম্যাচো রাজনীতির আহ্বান করে। অন্যদিকে জার্মানির ক্ষেত্রে দেখা যায় এক ধরনের বীরগাথা আত্ম ত্যাগের গল্প, যা স্মৃতি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রবাদের মদত দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ হিসেবে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ও ইহুদিদেরকে দায়ী করা হয়েছিল আর এই ভাবাবেগ আজকের নাৎসি দর্শনে প্রতিফলিত হয়। ইতালিতে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও ভিত থেকে নয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাড়ে তিন বছরের বিশ্বযুদ্ধ, দুবছরের সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট যা ইতালিকে ক্লান্ত করে তুলেছিল তাই ইতালি চাইছিল শান্তি ও শক্তিশালী সরকার যা তারা মনে করেছিল মুসোলিনির মধ্য দিয়ে সম্ভব[৭]।

অন্যদিকে জার্মানিতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও জার্মান রাষ্ট্রের প্রশাসন, সামরিক বিভাগ ও বিচারকদের একটি অংশ প্রজাতন্ত্র বিরোধী উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত গ্রস্ত ছিল। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯২৯-এর মহামন্দা যা জার্মান অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতিতে কর্মচ্যুতি ও বেকারত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ার ভিড় জমালেও মধ্যবিত্তরা বিভিন্ন মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পরিত্যাগ করে নাৎসি পার্টিকে সমর্থন করে। কারণ এই পার্টি শ্রেণী, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দলের উর্ধ্বেউঠে সমস্ত জার্মান জাতির প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে এবং হিটলারই এক ও একমাত্র নেতা যে পিতৃভূমিকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। অর্থাৎ জার্মান ও ইতালিতে যে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল তা মূলত বিশ্বযুদ্ধজাত মানসিক বিকার ও সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে, যখন নৈতিক আশ্রয় গুলো ভেঙ্গে পড়েছিল মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়েছিল।

ভারত ও ফ্যাসিবাদ:

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলোচনা করার আগে কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তিকে আলোচনা করব তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক রবীন্দ্রনাথ সব সময় ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতেন। তবে তিনি প্রথম দিকে মুসোলিনি প্রতি আকৃষ্ট হন ও তার প্রশংসা করেন। তবে রম্যাঁ রল্যাঁ এবং ক্রোচে কাজ থেকে ফ্যাসিবাদের চরিত্র জানার পর তিনি মুসোলিনির বিরোধিতা করেন। তার ফ্যাসিবাদী বিরোধী মনোভাব আমরা তার বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ পাই, যেমন- সদুপায় প্রবন্ধে, পথ ও পাথেয় প্রবন্ধে, ঘরে বাইরে উপন্যাসে প্রভৃতি জায়গায়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যাহত পড়ে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই

[৬] Payen Stanley G., A History of Fascism 1914-1945, Routledge, UK, 1996
[৭] Griffin Roger(ed.), Fascism, Oxford University Press, New Work, 1995,

যুদ্ধে ইংল্যান্ড জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি, কেননা মানব ইতিহাসের ফ্যাসিজমের কলঙ্ক আর সহ্য হয় না'[৮]। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহেরু তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংঘের সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অন্য আরেকজন ব্যক্তিত্ব হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। ১৯৩৩ সালে ১৮ই ডিসেম্বর তিনি স্বার্থহীন ভাবে জানান যে তিনি ফ্যাসিবাদকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেন এবং ফ্যাসিবাদ হল ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক উগ্র ও নিষ্ঠুর পদ্ধতি। তবে তার এই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বিরোধী চিন্তাভাবনার আরো উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রিটিশ জেলে থাকাকালীন কন্যা ইন্দিরা কে লেখা চিঠিপত্রে। তিনি দেখিয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের সময় ইতালির সমাজতন্ত্রী দলের ব্যর্থতা মানুষকে মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল ফলে বিত্তশালী ধনতান্ত্রিক দল আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক দলকে চূর্ণ করে দেয়[৯]। এই ফ্যাসিস্টরা কীভাবে মানুষের উপর অত্যাচার চালাত তাও তিনি আলোচনা করেছেন এই চিঠিতে। তিনি লিখেছেন নরহত্যা, নির্যাতন, প্রহার ও অন্যের সম্পত্তি নষ্ট এসব কিছু তারা নির্লজ্জভাবে করে যেত এমনি কি পার্লামেন্টের যেসব সদস্য তাদের বিরোধিতা করত তাদের লাঠিপেটা করত। ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিন্তার আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা নেহেরু মধ্যে দেখতে পাই যখন ১৯৩৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ড এর হাসপাতালে স্ত্রী কমলা নেহেরু যখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন তখন নেহেরু ইউরোপে ছিলেন এবং তিনি ফ্যাসিবাদের ও নাৎসিবাদের বিরোধিতা করে কেবল ইহুদিদের দোকান থেকে কেনাকাটা করতেন। নাৎসিবাদের ইহুদি নিধনযোগ্যের বিরুদ্ধে সেটাই ছিল তার নিরব প্রতিবাদ। একইভাবে ১৯৩৭ সালে জার্মানি যখন তাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানান তা প্রত্যাখ্যান করেন। চেকোস্লোভাকিয়া যখন হিটলারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তখন তিনি চেকোস্লোভাকিয়াকে সমর্থন করেন এবং চেকোস্লোভাকিয়া যখন পরাজিত হয় তখন তাকে জার্মানির হাতে চেকোস্লোভাকিয়া ধর্ষিতা হয়েছে বলে মনে করেন। তবে এই ফ্যাসিবাদ যে পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে পারবেনে, বরং জাতিতে জাতিতে সংঘাত বাধিয়ে তুলবে তা বোঝার মতো দূরদৃষ্টি জওহরলাল নেহেরুর ছিল। তাই তিনি বলেছেন 'যে অর্থনৈতিক দুর্গতি আজ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার অবসান ঘটাবার কোনো আশ্বাসবাক্য ফ্যাসিজ্‌মের মধ্যে নেই'[১০]।

আবার সুভাষচন্দ্র বসু একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে ফ্যাসিবাদকে দেখেছিলেন। তিনি ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদকে ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন শত্রু শত্রু আমার মিত্র এই মনোভাবের উপর ভিত্তি করে। কারণ তিনি মনে করেছিলেন অক্ষশক্তির সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। তাই তিনি কখনো নাৎসিবাদকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেননি তবে তিনি ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের সংমিশ্রণে এক নতুন মতবাদের মাথা তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে রজনীপাম দত্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে যখন তিনি তার বইতে ফ্যাসিবাদের প্রশংসা করেছেন তখন তার ধারণা ছিল যে ফ্যাসিবাদ শুধুই জাতীয়তাবাদের চরম রূপ- তিনি জানতেন না এর সাম্রাজ্যবাদী রূপ সম্পর্কে। যাই হোক রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু- বিংশ শতকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তার জগতের এই তিন মহীরুহ এই ভাবে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় পৃথিবীতে যখন ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটছে তখন ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে নিযুক্ত হয়েছে। ভারতের তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অধিকাংশই তখন

---

[৮] মজুমদার নেপাল, রবীন্দ্রনাথঃ কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৯

[৯] নেহেরু জওহরলাল, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯

[১০] নেহেরু জওহরলাল, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯

ফ্যাসিবাদের বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসে নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করার পর ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেন। নেহেরু ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে বলেন পুঁজিবাদ তার সংকটের মুহূর্তে পশ্চিমে সভ্যতার সবকিছুকে বর্বরভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে.....[১১]। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তাই এখন অবক্ষয় ধনতন্ত্রের দুটি রূপ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। নেহেরু বলেন বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছে একদিকে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং অপর দিকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। এমনই কি বিভিন্ন দেশের ফ্যাসিবাদের আক্রমণকে নেহেরু সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা প্রথম থেকে এই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সীমিত শক্তি দিয়ে এই ফ্যাসিবাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে[১২]। মানবেন্দ্রনাথ রায় তার Fascism গ্রন্থে ফ্যাসিবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে বিভিন্ন জনসভা, পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেন। ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে 1937 সালে An Indian Committee of the League Against Fascism and War গঠিত হয়। এই সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সহজানন্দ, কমলা দেবী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা যোগ দিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদে তীব্র সমালোচক ছিলেন মহাত্মা গান্ধীও। হিটলারের সমালোচনা করে বলেন যে 'দেখা যাচ্ছে হিটলার ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন পাশবিক শক্তির উপর'। অর্থাৎ ভারতের জনগণ উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করার পাশাপাশি ফ্যাসিবাদেরও বিরোধিতা করেছিলেন।

তবে ভারতের প্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে রাজনৈতিক দলকে না আলোচনা করলেই নয় সেটি হল ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯২৫ সালে কেশব বালিরাম হেগড়েওয়ার উদ্যোগে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। মূলত অরাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য গড়ে ওঠা এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার করা। কিন্তু এই কাজ করতে গেলে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা দরকার। কিন্তু এটি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাই পরবর্তীকালে এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসংঘ নামে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে যার সাম্প্রতিক নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। তবে এর পূর্বে ১৯১৫ সালে মদনমোহন মালব্য নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হিন্দু মহাসভা হিন্দুত্ববাদের মতাদর্শ প্রচার করেন এবং বলেন হিন্দুরাই ভারতের আদি অধিবাসী। মালব্য এর পর হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন সভারকার, যিনি হিন্দুত্ববাদের মতাদর্শ প্রচার করতেন। এক্ষেত্রে অনেকে ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাভারকারের মধ্যে হিটলারের তত্ত্বকে খুঁজে পান। যেখানে হিটলার আর্য জাতির গর্ব করতেন একই ভাবে সাভারকারও হিন্দু জাতির গর্ব করেন। হেগড়েওয়ার-এর পরবর্তী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সভাপতি এম এস গোলওয়ালকার এর মধ্যেও হিটলারের তত্ত্বের কিছু মিল পাওয়া যায় বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি হিটলারের মতে গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদ, কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন সংস্কৃতিকে বেশি জোর দেন যার উপর ভিত্তি করে জনগণের পুনর্জীবন ঘটবে[১৩]। তার মতে হিন্দু প্রাচীন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ হিন্দু জাতির প্রাণশক্তি। হিন্দু রাষ্ট্রে অ-হিন্দু জনগণকে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে সম্মান ও মর্যাদা সঙ্গে দেখতে হবে যেখানে কোনো জাতি ভেদ প্রথা থাকবেনা। যাই হোক বিশ্বে যখন ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটছে তখন থেকে ভারতে কিন্তু এর বিরোধিতা করছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত নিজেকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সাধারনতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। যেখানে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজস্ব মতামত

[১১] Mukherjee Rudrangshu, Nehru and Bose Parallel Lives, Penguin, India, 2015

[১২] নেহেরু জওহরলাল, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯

[১৩] সেন সুকোমল, ফ্যাসিবাদ অতীত ও বর্তমান, এনবিএ, কলকাতা, ২০০৫

প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে স্বাধীনতা লাভের পর কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকে ভারতে ফ্যাসিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতে কখনো কিন্তু ফ্যাসিবাদ সরকার কায়েম হয়নি, যখনি তার চেষ্টা হয়েছে তখনই তার বিরোধিতা করা হয়েছে[১৪]।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফলে এখানে Totalitarianism ব্যবস্থা কখনো কায়েম হয়নি। তাছাড়া ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সব সময় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ফলে জনগণ নিজের পছন্দমত সরকার গড়ে তুলেছে। তবে অনেক ঐতিহাসিক ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থাকে ফ্যাসিবাদী কায়েম করার একটা চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করলেও আবার অনেক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একে ফ্যাসিবাদ বলতে নারাজ। প্রভাত পট্টনায়কের মধ্যে ১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থা সময় মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তিনি অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসনের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের পার্থক্য করেছেন। যেখানে তিনি ১৯৭৫ সালের অবস্থাকে অগণতান্ত্রিক কর্তৃতবাদী অবস্থা বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তিনি বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থাকে নিউ ফ্যাসিজম হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর চরিত্র দেশভেদে আলাদা আলাদা রকম। আবার সুদীপ্ত কবিরাজ-এর মতে ১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থা ছিল সংবিধান দিয়ে সংবিধানকে বন্ধ করা এক চেষ্টা। ইন্দিরা গান্ধী এখানে কেবল ব্যক্তিগত সার্বধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে গেলে যে কঠিন বন্ধন ও শাসনের দরকার তা কিন্তু গড়ে তোলা যায়নি। যাইহোক ১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থার ফলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ হলেও এই জরুরি অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে এবং নতুন সরকার গড়ে তোলা হয়। তবে বর্তমান সময় ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেকে এর সঙ্গে ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের মিল দেখতে পাচ্ছে যেখানে বর্তমান ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সংস্কৃতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে এক 'অপরায়নের তত্ত্বের' প্রচার করছে, যা ভারতের পক্ষে এক সমস্যার। ফলে এক ধরনের সংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের চরিত্র ফুটে উঠেছে। তবে যাই হোক ইউরোপের ফ্যাসিবাদে যে চরিত্র তা কিন্তু কখনোই ভারতে তৈরি হয়নি। বর্তমান রাজনৈতিক দল তার সংবিধানের মধ্য থেকে সংবিধানের ধারা গুলো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের নয়া ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়নি ব্যক্তি স্বাধীনতা কিন্তু গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে ভারতের ফ্যাসিবাদ ও ইউরোপের ফ্যাসিবাদের চরিত্র কিন্তু এক নয়। ভারতের ফ্যাসিবাদের মূল ভিত্তি হল ধর্মীয়ব্রাহ্মণ্যবাদ যা তৈরি করেছিল হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় বিশ্ব ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ হল এক চরম স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা, যে মতাদর্শ জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করেছিল। তবে এই ফ্যাসিবাদের শ্লোগানগুলি দেখলে মনে হবে রাষ্ট্রনায়করা যা কিছু করছেন তার সবটাই দেশের মানুষের জন্য। তাই জনগণ এই মতাদর্শকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি, জার্মানির পরাজয় মনে করা হয়েছিল এবার ফ্যাসিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় এই মতাদর্শ তার চরিত্র বদল করে নতুন রুপে নিজেকে হাজির করেছে। আজ একবিংশ শতকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের আচরণ ফ্যাসিবাদকে মনে করাছে। বিশেষ করে বড় শক্তিধর দেশগুলির আচরণ।

[১৪] সেন সুকোমল, ফ্যাসিবাদ ও ভারত, অনুষ্টুপ, ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, ২০২৩

তবে ফ্যাসিবাদের চরিত্র আজ অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের সংবিধান, রীতিনীতিকে কাজে লাগিয়ে তার তাদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Griffin, Roger(ed.). Fascism, Oxford University Press. New Work, 1995.
2. Griffin, Roger, Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. Palgrave Macmillan, New Work, 2008.
3. Heywood, Andrew. Political Ideologies an Introduction. Palgrave Macmillan, UK, 2017.
4. Grant, Alexander J. De. Fascist Italy and Nazi Germany. Routledge, New Work, 2004.
5. Payen, Stanley G. A History of Fascism 1914-1945. Routledge, UK, 1996.
6. Roy, M.N. Fascism: Its Philosophy. Professions and Practice. Jignasa, Calcutta, 1976.
7. Mukherjee, Rudrangshu. Nehru and Bose Parallel Lives. Penguin, India, 2015.
8. ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ। ফ্যাসিজম। মনফকির, কলকাতা, ২০০৭।
9. মজুমদার, নেপাল। রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ। দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৯।
10. নেহেরু, জওহরলাল। বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্। আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯।
11. সেন, সুকোমল। ফ্যাসিবাদ অতীত ও বর্তমান। এনবিএ, কলকাতা, ২০০৫।
12. সেন, সুকোমল। ফ্যাসিবাদ ও ভারত। অনুষ্টুপ, ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, ২০২৩।
13. বিষয়: ফ্যাসিবাদ। অনুষ্টুপ। কলকাতা, ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০২৩।